প্রিয় নবী صلى الله عليه وآله وسلم এর চরিত্রের আলোকে বান্দার হক

21-July-2022

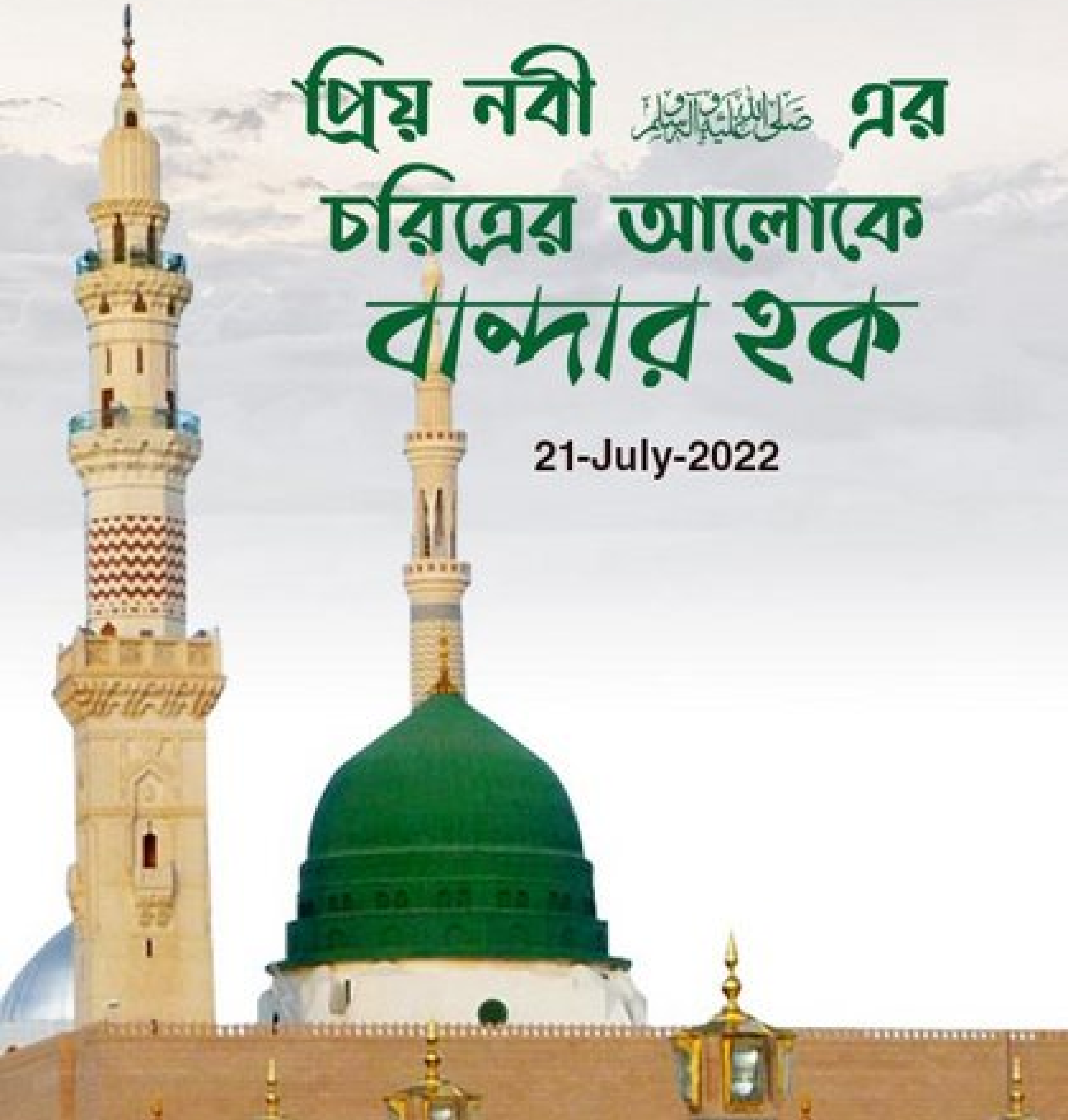

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো, সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পানও শরয়ীভাবে জায়িয নয় তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারনভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া, পান করা বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো, আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। **(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, হাদীস নং-২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু নিজের মহিমন্বিত ইরশাদ নয় বরং নিজের কর্মের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে, বান্দার হকের গুরুত্ব কতটুকু এবং তাদের হক পূরণ করার প্রতি ইসলামে কতটুকু জোড় দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতরাও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুস্মরণের নিয়্যতে একে অপরের হক সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, তা আদায় করে বা ক্ষমা করাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করে। আসুন! এ সম্পর্কে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনের একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা শ্রবণ করি।

প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিনয়

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রকাশ্য ওফাতের পূর্বে সর্বসাধারণের জনসভায় ঘোষণা করেন: যদি আমার দায়িত্বে কারো ঋণ থাকে, যদি আমি কারো প্রাণ ও সম্পদ এবং সম্মানে আঘাত করে থাকি তবে আমার

প্রাণ আমার সম্পদ এবং আমার সম্মান উপস্থিত রয়েছে, সে যেনো এই দুনিয়াতেই আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। তোমাদের মধ্যে কেউ এই সন্দেহ করবে না যে, যদি কেউ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয় তবে আমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবো, এটা আমার শান নয়। আমার এই বিষয়টি খুবই পছন্দ, যদি কারো হক আমার দায়িত্বে থাকে তবে সে যেনো আমার কাছ থেকে উসূল করে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! যে ব্যক্তির উপর কারো হক থাকে, তবে তার উচিৎ, তা আদায় করে দেয়া এবং এটা মনে করবে না যে, অপদস্ত হবে, অসম্মানিত হবে, কেননা দুনিয়ার অপমান আখিরাতের অপমানের চেয়ে অনেক সহজ। **(তারিখে দামেশক, ৪৮/৩২৩)**

নেকীর মাধ্যমে সম্পদশালী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبۡحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন তো! প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বান্দার হকের ব্যাপারে কিরূপ গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন! এটা ঐ মহান ব্যক্তিত্বের অবস্থা, যিনি তাঁর ৬৩ বছরের মোবারক জীবনে কখনো কোন সৃষ্টির সামান্য পরিমাণও হক নষ্ট করেননি, যে ব্যক্তিত্ব তো নিজের বটেই, অন্যের হক আদায়েও অতুলনীয় উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে ব্যক্তিত্ব জোড় করে নিজের হক চাওয়া ব্যক্তিরও হক আদায় করে দেন বরং তার চাওয়া থেকেও বেশি তাকে প্রদান করেন, যাঁর স্বত্বা থেকে এটা কল্পনাও করা যায় না যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কারো হক নষ্ট করেছেন বা হক আদায়ে গড়িমসি করেছেন, যে ব্যক্তিত্ব সময়ের পূর্বেই নিজের হক চাওয়া ব্যক্তিদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে সর্বদা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাই প্রদর্শন করতে গিয়ে তাদের হক আদায় করে করেছে, যাঁর মুবারক আচরণ দেখে এবং বাণী শ্রবণ করে সাহাবায়ে

কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان বান্দার হকের গুরুত্ব অনুধাবন এবং বান্দার হক আদায় করতে থাকেন, ঐ মহান ব্যক্তিত্বের সরলতা, বিনয়, আখিরাতের ভাবনা এবং খোদাভীতিতে আমাদের প্রাণ উৎসর্গিত, কেননা ভরা সমাবেশে মানুষকে শুধু নিজেদের হক নিয়ে নেয়া বা ক্ষমা করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেননি বরং মানুষকে আখিরাতের হিসাব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরস্পরের হক আদায়েও উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুতরাং যদি আমরা কখনো জেনে শুনে বা না জেনে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করে থাকি বা কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি তবে সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিৎ।

বান্দার হক আবশ্যক হওয়ার কারণ

মনে রাখবেন! হক দুই ধরনের হয়ে থাকে: (১) আল্লাহ পাকের হক (২) বান্দার হক। আল্লাহ পাকের হক তো আমাদের উপর এই কারণেই আবশ্যক যে, আমরা হলাম আল্লাহ পাকের বান্দা, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের প্রতিপালক, এই কারণেই তাঁর বিধান সমূহ মান্য করা ও তা আমল করা আমাদের উপর আবশ্যক। কিন্তু বান্দার হক সমূহ আদায় করা আমাদের উপর কেন আবশ্যক? এর উত্তর দিতে গিয়ে ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মানুষ একাকী থাকে অথবা কারো সাথে থাকে আর যেহেতু মানুষ তার সমগোত্রীয় মানুষের সাথে মেলামেশা করা ছাড়া জীবন অতিবাহিত করা কষ্টকর, সেহেতু তার উপর মিলেমিশে থাকার আদব শেখা আবশ্যক। সুতরাং প্রত্যেক মেলামেশাকারী ব্যক্তির জন্য মিলেমিশে থাকার কিছু হক রয়েছে। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৬৯৯)** জানা গেলো! বান্দার হক আবশ্যক হওয়ার মূল কারণ হলো সকল মানুষের মিলেমিশে একত্রে থাকা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে তো অবস্থা খুবই স্পর্শকাতর হয়ে যাচ্ছে, বর্তমানে মানুষের অবস্থা এমন যে, তারা বিভিন্ন লোকের হক ক্ষুন্ন করে দিচ্ছে, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করে দিচ্ছে, তাদের সম্মান নষ্ট করে দিচ্ছে, তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, তাদের সরলতার নাজায়িয ফায়দা লুটছে, তাদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। সন্তানরা পিতামাতার অবাধ্য হচ্ছে আর পিতামাতা সন্তানের হকের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করছে, মালিক কর্মচারির বেতন মেরে দিচ্ছে আর কর্মচারি মালিকের কাজে ধোঁকাবাজি করছে, শিক্ষক ছাত্রদের পড়ানোতে অলসতা প্রদর্শন করছে আর ছাত্ররা তাদের শিক্ষকের সম্মান করছে না, মোটকথা প্রতিটি পর্যায়ে কারো না কারো হক কষ্ট করা হচ্ছে।

মনে রাখবেন! দুনিয়ায় কারো উপর কণা পরিমান অত্যাচারকারীও যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারীত ব্যক্তিকে রাজী করে নিবে না, কিয়ামতের দিন সে মুক্তি পাবে না। হ্যাঁ! আল্লাহ পাক যদি চান, তবে আপন দয়া ও অনুগ্রহে কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও অত্যাচারীতের মাঝে সন্ধি করিয়ে দিবেন। অন্যথায় সেই অত্যাচারীতকে অত্যাচারীর নেকী দিয়ে দেয়া হবে। যদি তাতেও অত্যাচারীত বা অত্যাচারীতদের হক আদায় না হয় তবে অত্যচারিতদের গুনাহের বোঝা অত্যাচারীর মাথায় তুলে দেয়া হবে এবং এভাবে সেই অত্যাচারী যদিও বড় বড় নেকী নিয়ে কিয়ামতে আসে, কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করার কারণে একেবারেই নিঃস্ব হয়ে যাবে আর এই কারণে তাকে দোযখে প্রেরণ করা হবে।

কিয়ামতে নিঃস্ব কে?

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো যে, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে

কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সেই লোক, যার নিকট দিরহাম ও দুনিয়াবী সাজ সরঞ্জাম নেই। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার উম্মতের মধ্যে একেবারে নিঃস্ব ব্যক্তি সেই, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত তো নিয়ে আসবে কিন্তু পাশাপাশি কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ লাগিয়েছে, কারো সম্পদ অবৈধ ভাবে আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত ঝরিয়েছে, কাউকে মেরেছে অতএব তাদের সকল গুনাহের পরিবর্তে তার নেকী নিয়ে যাবে। যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায় এবং আরো হকদার অবশিষ্ট থাকে তবে তাদের (অত্যাচারীতদের) গুনাহ নিয়ে এর পরিবর্তে তার (অত্যাচারীর) উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর সেই (অত্যাচারী) ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসলিম, ১০৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৮১)

অত্যাচারী দ্বারা কারা উদ্দেশ্য?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! এখানে অত্যাচারী দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র হত্যাকারী, ডাকাত বা মারপিঠকারীই নয় বরং যে প্রকাশ্যভাবে কারো সামান্যতমও হক আত্মসাৎ করবে, যেমন; এক আধা পয়সা আত্মসাৎ করলো, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ধমকালো বা রাগের বশে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো, হাসি ঠাট্টা করলো, তবে সেও অত্যাচারী এবং অপরজন অত্যাচারীত। আর এটা আলাদা বিষয় যে, এই “অত্যাচারীত”ও “সেই অত্যাচারীর” কিছু হক আত্মসাৎ করেছে। এই অবস্থায় তো উভয়ে একে অপরের হকের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় “অত্যাচারীও” এবং “অত্যাচারীতও”।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উনাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন: কোন দোযখী দোযখে আর কোন জান্নাতি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বান্দার হকের বদলা আদায় করবে না অর্থাৎ যার হক যে আত্মসাৎ করেছে, তার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত দোযখ বা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। **(আখলাকুস সালেহীন, ৫৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে বড় হক হলো পিতামাতার। অতঃপর অন্যান্য রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা পর্যায়ক্রমে সবচেয়ে বেশি সম্মান ও উত্তম আচরণের হকদার হয়ে থাকে, কিন্তু আফসোস! এর প্রতি এখন মনোযোগ খুবই কম দেয়া হয়। অনেককে সর্বসাধারণের সামনে যদিও খুবই সৎচরিত্রবান মনে করা হয় কিন্তু নিজের ঘরে বিশেষ করে পিতামাতার হকের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা ও অসদাচরণ করে থাকে। এরূপ লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা উপস্থাপন করছি। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (১) পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারী, (২) দাইয়্যুস এবং (৩) পুরুষের বেশ ধারনকারী মহিলা। **(মুজামুল আওসাত, ২/৪৩, হাদীস নং-২৪৪৩)**

মনে রাখবেন! ✲ পিতামাতা কুদরতের অমুল্য উপহার, ✲ পিতামাতার মর্যাদা কোরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, ✲ পিতামাতার আনুগত্য আল্লাহ পাক ও রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির মাধ্যম, ✲ পিতামাতা সন্তানের সুখের জন্য নিজেদের সুখকে বিসর্জন করে দেন, ✲ পিতামাতার কলিজার রক্ত দ্বারা সন্তানের অস্তিত্ব তৈরী হয়, ✲ পিতামাতা অসুস্থ সন্তানদের দেখে ছটফট করে এবং অশ্রু

প্রবাহিত করে, ✵ পিতামাতা অসুস্থ সন্তানের জন্য সারা রাত জেগে কাটিয়ে দেন, ✵ পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যতকে সজ্জিত করার জন্য নিজের পুরো জীবন সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন, ✵ পিতামাতা সন্তানের জন্মের পূর্বের এবং জন্মের পরের কষ্ট সহ্য করে থাকেন, ✵ পিতামাতা ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যাদের হক সমূহ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক মুখে বর্ণনা করেছেন।

জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে

হযরত জাহেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে চাই এবং আপনার দরবারে পরামর্শ করার জন্য উপস্থিত হয়েছি। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমার কি মা আছে? আরয করলেন: জি হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন: فَالۡزَمۡهَا فَاِنَّ الۡجَنَّةَ تَحۡتَ رِجۡلَيۡهَا অর্থাৎ তাঁর খেদমত করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও, কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের নিচে।

(নাসায়ী, কিতাবুজ জিহাদ, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩১০১)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে তার পিতামাতা বা তাঁদের মধ্যে কোন একজনকে পেলো এবং তাঁর সাথে সদাচরণ করলো না, সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে এবং আল্লাহর গযবের অধিকারী সাব্যস্ত হলো। **(মু"জামুল কবীর, ১২/৬৬, হাদীস নং-১৬৫৫১)**

সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও আমাদের পিতামাতা হোক তারা আপন বা সৎ অথবা দুধের সম্পর্কের, তাঁদের মন প্রাণ দিয়ে আদব করা, তাঁদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের সাথে ভদ্র ভাষায় কথা বলা, তাঁদের উৎসাহের প্রতি খেয়াল রাখা, তাঁদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে পুরোপুরি চেষ্টা করা, তাঁদের

সাথে সদাচরণ করতে থাকা, তাঁদের কথা মনযোগ সহকারে শুনা, তাঁদের সকল জায়িয আদেশ মান্য করা। মোটকথা যতক্ষণ কোন শরীয়ত বিরোধী হবে না, ততক্ষণ পিতামাতার হক সমূহ আদায় করা, এভাবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত সম্মানিত পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মের পূর্বেই ওফাত গ্রহণ করেছিলেন, যখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বয়স ৬ বছর হয়েছিলো, তখন তাঁর সম্মানিতা প্রকৃত আম্মাজান হযরত আমেনা বিনতে ওয়াহাব رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ও এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সুতরাং হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লালনপালনের দায়িত্ব তাঁর সৎ এবং দুধ সর্ম্পকিয় পিতামাতার নিকট আসে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের খুবই আদব করতেন, তাঁদের মনতুষ্টি করতেন এবং তাঁদের হক সমূহের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখতেন।

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাদর বিছিয়ে দিলেন

হযরত আবু তুফাইল رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একজন বিবি সাহেবা আসলেন এবং তিনি হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতি নিকটে পৌঁছে গেলেন। নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জন্য (দাঁড়িয়ে গেলেন এবং) নিজের চাদর মুবারক বিছিয়ে দিলেন। সুতরাং সেই বিবি সাহেবা সেখানে বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ইনি কে? লোকেরা বললো: তিনি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই মা, যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছেন। **(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি বিররুল ওয়ালিদাইন, ৪/৪৩৪, হাদীস নং-৫১৪৪)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দু'টি আমল আদব ও সম্মান এবং আনন্দ প্রকাশ করার জন্যই ছিলো। জানা গেলো! সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়িয এবং মানুষ যতই সম্মানিত হোক না কেন কিন্তু নিজের মুরুব্বির (প্রশিক্ষণ প্রদানকারী) সম্মান করবে। দেখো এটা সেই আস্তানা, যেখানে (হযরত) জিব্রাঈল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) খাদিমের ন্যায় উপস্থিত হতেন কিন্তু সেই বিবি সাহেবার জন্য চাদর বিছিয়ে দেয়া হলো। এতে আমাদের মতো লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, যখন দুধ পানকারীনি দুধমার এরূপ আদব ও সম্মান, তখন আসল পিতামাতার আদব ও সম্মান কিরূপ হওয়া উচিৎ।

(মুফতী সাহেব আরো বলেন:) এই বিশেষ ঘটনাটি হুনাইনের যুদ্ধের সময়কার, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই যুদ্ধ থেকে অবসর হয়েছিলেন, সাহাবীদের সমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় বিবি হালিমা সাদিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাশরীফ নিয়ে এলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং যে চাদর মুবারক গায়ে জড়িয়ে ছিলেন, তা তাঁর জন্য বিছিয়ে দিলেন, যতক্ষণ তিনি (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) উপবিষ্ট ছিলেন, অন্য কারো সাথে কথা বলেননি, তাঁর দিকেই মনযোগী ছিলেন, যখন তিনি ফিরে যেতে লাগলেন তখন অনেক উপহার সামগ্রী প্রদান করলেন এবং তাঁকে কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার জন্য কয়েক কদম হেঁটে গেলেন। অতঃপর স্বয়ং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বা অন্য কোন সাহাবী উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন: ইনি হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধমা হালিমা, যিনি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করিয়েছিলেন। বর্তমানকার যুবকরা এই হাদীস শরীফটি পাঠ করুন এবং শিক্ষা অর্জন করুন যে, আমরা আপন মায়েরও আদব করিনা। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৫১)**

হযরত হালিমাকে অনেক সম্পদ প্রদান করলেন

একবার হযরত হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট আসলেন এবং অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলেন, তখন নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বলাতে হযরত খাদিজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا হযরত হালিমাকে ১টি উট এবং ৪০টি ছাগল দিয়ে দিলেন। **(আল হাদায়িকে লি ইবনে জাওযী, ১/১৬৯)**

দুধের সম্পর্কের পিতামাতার আদব ও সম্মান

হযরত আমর বিন সায়েব رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: আমি একবার হুযুরে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তাঁর দুধের সম্পর্কে পিতা অর্থাৎ হযরত বিবি হালিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর স্বামী উপস্থিত হলেন। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর কাপড়ের একটি অংশ তাঁর জন্য বিছিয়ে দিলেন ও তিনি সেখানে বসে গেলেন। অতঃপর রাসূলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুধমা হযরত বিবি হালিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এলেন, তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর কাপড়ের অবশিষ্ট অংশ তাঁর জন্য বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুধভাই আসলো তখন হুযুর صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের সামনে বসিয়ে নিলেন।

হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সুয়াইবা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর নিকট সর্বদা কাপড় চোপড় পাঠাতেন, তিনি আবু লাহাবের দাসী ছিলেন এবং কিছুদিন হুযুর صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তিনিও দুধ পান করিয়েছিলেন। **(আশ শিফা, ১/১২৮, ১২৯)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: সত্য হলো যে, (হযরত) সুয়াইবা এবং (হযরত) হালিমা অনুরূপভাবে (হযরত) হালিমার স্বামী মুসলমান হয়ে গেলো। বিবি খাদিজা

(رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) এর সাথে যখন হুযুরে আনওয়ার (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) বিবাহ করেন তখন (হযরত) সুয়াইবা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট আসতেন, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে খুবই সম্মান করতেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে (হযরত) সুয়াইবার জন্য কাপড় চোপড় ইত্যাদি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করতেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৩৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত দেখা যায় যে, অনেকে নিয়মিত নামায, রোযা পালন করে থাকে, হজ্ব ও ওমরার সৌভাগ্যও অর্জন করে, আল্লাহর পথেও মন খুলে ব্যয় করে, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে, গরীব ও নিঃস্বদের কল্যাণ কামনাও অগ্রগামী থাকে, নিজের বন্ধুদের জন্য ব্যয় করা, তাদের খবরাখবর নেয়া এবং খারাপ সময়ে তাদের কাজে আসার ব্যাপারেও তার কোন জুড়ি নেই, এমন লোকেরা নিজেরাও আরাম আয়েশের জীবন অতিবাহিত করে, নিজেদের সন্তান সন্ততিদেরও দামি গাড়ি, বাংলো, কম্পিউটার, লেপটপ (Laptop), আই পেড (I.Pad), ট্যাবলেট (Tablets) এবং অন্যান্য আরাম আয়েশের সরঞ্জামাদি দিয়ে থাকে, তাদের মোটা অংকের ফিও আনন্দচিত্তে প্রদান করে, নিজের সন্তানদের বিবাহেও মন খুলে টাকা খরচ করে কিন্তু হায়! নিজের গলি, মহল্লা, এলাকা, সম্প্রদায়, শহর বা দেশে বিদ্যমান অভাবী ও গরীব আত্মীয় স্বজন বিশেষকরে বোনের সাথে সদাচরণ করা, তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করা এবং তাদের সম্পত্তিতে ভাগ দেয়া পছন্দ হয় না। যদি কখনো বোনেরা তাদের হক চায় তবে বেচারীদেরকে ধমকিয়ে ভীত করে এই বলে চুপ করিয়ে দেয় যে, “তোমার বিয়েতে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি, সুতরাং এখন আমি একটি টাকা

দিবো না”। মনে রাখবেন! ✼ বুদ্ধিমান ভাই কখনোই এরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজ করবে না, ✼ নিজের বোনের সাথে এরূপ মনে কষ্ট প্রদানকারীর ন্যায় আচরণ করবে না, ✼ নিজের বোনের প্রতি অত্যাচার করবে না, ✼ নিজের বোনের হক ধ্বংস করবে না, ✼ নিজের বোনকে ধমক দিবে না বরং ✼ ভাল ভাইয়েরা তো নিজের বোনের খুশি, জায়িয চাহিদা এবং প্রয়োজনাদির প্রতি অধিক খেয়াল রাখে, ✼ নিজের বোনের প্রতি দয়াই করে থাকে, ✼ নিজের বোনের দুঃখ কষ্টে তাদের কাজে আসে, ✼ নিজের বোনের জন্য নিজের খুশি এবং চাহিদা ত্যাগ করে দেয়, ✼ নিজের বোনকে তার হক প্রদানে কখনোই অলসতা ও দেরী করে না, ✼ নিজের বোনকে তার বিবাহ হয়ে যাওয়ারও পর দুঃখী হতে দেয় না। মোটকথা ভাল ভাইদের বোন দুঃখী থাকে না বরং খুশি খুশি জীবন অতিবাহিত করে, তারা তাদের ভাইদেরকে নিয়ে খুবই গর্ব করে এবং তারা তাদের ভাইদের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করে থাকে।

বোনদের প্রতি স্নেহ ও দয়া, তাদের হক আদায় এবং তাদের সাথে সদাচরণ করার ব্যাপারে যদি আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা অধ্যয়ন করি তবে আমরা জানতে পারবো, বোনের গুরুত্ব কিরূপ, বোনেরা সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিৎ এবং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দুধ সম্পর্কিয় বোনের সাথে কিরূপ স্নেহভরা আচরণ করেছেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঝলক পর্যবেক্ষণ করুন।

দুধ সম্পর্কিয় বোনের সাথে অতুলনীয় আচরণ

মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত এপ্রিল ২০১৭ ইং এর “মাসিক ফয়যানে মদীনা” এর ৪৬ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দুধ সম্পর্কিয় বোন হযরত শায়মা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর সাথে

এরূপ সদাচরণ করেন: (১) তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। **(সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫/৩৩৩)** (২) আপন চাদর মুবারক বিছিয়ে তাতে বসান এবং (৩) এরূপ ইরশাদ করেন: চাও! তোমাকে প্রদান করা হবে, সুপারিশ করো! তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। **(দালায়িলুন নবুয়া লিল বায়হাকী, ৫/১৯৯)** এরূপ অতুলনীয় অনুগ্রহের মাঝে তাঁর মুবারক চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। (৪) এটাও ইরশাদ করেন: যদি চাও, তবে সম্মানের সহিত আমার নিকট থাকতে পারো। (৫) ফিরে যেতে চাইলে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনজন গোলাম, একজন বাদী এবং একটি বা দু'টি উটও প্রদান করলেন। (৬) যখন জিরানায় আবারো তাঁর দুধ সম্পর্কিয় বোনের সাথে সাক্ষাত হলো তখন ছাগল ভেড়াও প্রদান করেন। **(সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫/৩৩৩)**

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাঁর দুধ সম্পর্কিয় বোনের সাথে সদাচরণ প্রত্যেক ভাইকে এই অনুভূতি প্রদানের জন্য যথেষ্ট যে, বোনেরা কিরূপ সঙ্গ, ভালবাসা এবং সদাচরণের হকদার। সাহাবায়ে কিরামও বোনদের সাথে সদাচরণ করতেন।

একজন সাহাবীর বোনের সাথে সদাচরণ

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا তাঁর নয় বা সাত বোনের লালন পালন, তাদের চুল আঁচড়িয়ে দেয় এবং উত্তম প্রশিক্ষণের জন্য বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। **(মুসলিম, কিতাবুর রিযাআ, ৫৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৩৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরও কিছু না কিছু হক রয়েছে, সুতরাং তাদের হক সমূহও আদায় করুন, আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন পরিবারের হক সমূহ কিভাবে আদায় করতেন, আসুন এ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

মনে রাখবেন! এগারোজন পবিত্র বিবি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিবাহ বন্ধনে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রত্যেক মুবারক বিবির সাথে সর্বদা ন্যায় ও সমতা প্রদান করতেন, সবাইকেই তাদের পুরোপুরি হক প্রদান করতেন, সবারই মনতুষ্ট করতেন এবং সর্বদা সবার সাথে সদাচরণ করতেন।

পবিত্র বিবিগণের সহিত ন্যায় ও সমতা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সফর করার ইচ্ছা পোষন করতেন তখন পবিত্র বিবিগণের মধ্যে লটারী করতেন। যার নাম লটারীতে আসতো তাঁকে তাঁর সাথে নিয়ে যেতেন। **(বুখারী, কিতাবুশ শাহাদাত, ২/২০৮, হাদীস নং- ২৬৮৮)**

ডিসেম্বর ২০১৭ সালের "মাসিক ফয়যানে মদীনা" এর ৪৮ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: (প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জাহেরী ওফাতের পূর্বে অসুস্থতার কারণে বিছানায় তাশরীফ নিলেন এবং জাহেরী জীবনের শেষ দিনগুলো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর নিকট কাটাতে চাইলে স্পষ্টভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত শুনানোর পরিবর্তে বিবিগণের হকের কথা ভেবে শুধু এই প্রশ্ন বার বার করতে থাকেন যে, কাল আমি কার নিকট থাকবো? পবিত্র বিবিগণ নবীর ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলেন এবং আরয করলেন: যেখানে আপনি পছন্দ করবেন। অতএব ওফাত মুবারক পর্যন্ত উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর নিকটই ছিলেন। **(বুখারী, ৩/৪৬৮, হাদীস নং- ৫২১৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুবারক আমলে অনেকের জন্য বড়ই উপদেশ রয়েছে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকার পাওয়ার পরও নিজের পবিত্র বিবিগণের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُنَّ اَجۡمَعِیۡن মাঝে

ন্যায় ও সমতা প্রদান করেন আর যারা এই অধিকার পায়নি বরং তাদের প্রতি ন্যায় ও সমতা করা আবশ্যক, তবে তাদের কিরূপ ন্যায় ও সমতা প্রদান করা প্রয়োজন। যারা দুই দুইজন বিবি রাখে কিন্তু তাদের মাঝে ন্যায় ও সমতা প্রদান করে না, তবে তাদের উচিৎ যে, এই হাদীসে পাক থেকে শিক্ষা অর্জন করা।

স্ত্রীদের সাথে ন্যায় আচরণ না করার শাস্তি

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার দুইজন স্ত্রী রয়েছে এবং সে উভয়ের সাথে ন্যায় আচরণ করলো না তবে কিয়ামতের দিন সে এই অবস্থায় আসবে যে, তার অর্ধেক অংশ বেকার হবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুন নিকাহ, ৩/২৮, হাদীস নং-৩০২৯)

মনে রাখবেন! একজন সৎ ও নেককার স্ত্রী তার স্বামীর জন্য নিঃসন্দেহে অনেক বড় নেয়ামত হয়ে থাকে, যে স্বামী এই নেয়ামতের গুরুত্ব দেয়, সে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কুঁড়িয়ে নিতে সফল হয়ে যায়। আল্লাহ পাক স্বামীদেরকে শাসক এবং স্ত্রীদেরকে শাসিত বানিয়েছেন কিন্তু এর উদ্দেশ্য কখনোই এমন নয় যে, তাদেরকে তাদের স্ত্রীদের মারা, পায়ের জুতা মনে করা, জোড় করে মোহরানা ক্ষমা করানো, ধমকানো, তালাক বা ঘর থেকে বের করে দেয়ার ভয় দেখানো, তাদের হক সমূহ নষ্ট করা এবং তাদের অপদস্ত ও অপমান করার সুযোগ পেয়ে গেছে। এমন কখনোই নয়। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে স্ত্রীদের উপর অত্যাচার ও অন্যায় দিন দিন বেড়েই চলছে, তাদের হক সমূহ খুবই জঘন্যভাবে আত্মসাৎ করা হচ্ছে, শরীয়তের বিনা কারণে তিন তালাক দিয়ে দেয়া হচ্ছে, অনেক স্বামী তো এত বেশি অত্যাচারী হয়ে থাকে যে, তারা তাদের সমস্ত রাগই বেচারী স্ত্রীর উপর প্রকাশ করে থাকে।

তাফসীরে সিরাতুল জিনান ২য় খন্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: স্ত্রীদের কষ্ট দেয়া, জোড় করে মোহরানা ক্ষমা করিয়ে নেয়া, তাদের হক আদায় না করা, মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া, কখনো বা স্ত্রীকে তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া এবং কখনো বা নিজের ঘরে রেখে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া, মানুষের সামনে ধমক দেয়া, গালাগালি করা, চিৎকার চেঁচামেচি করা ইত্যাদি (সমাজে ব্যাপক প্রচলিত)। স্ত্রী বেচারী স্বামীর পেছনে পেছনে ঘুরতে থাকে এবং স্বামী সাহেব ফেরাউন সেজে আগে আগে চলতে থাকে। স্ত্রীর পরিবারের নিকট সরাসরি বা স্ত্রীর মাধ্যমে নিত্য নতুন চাহিদা উপস্থাপন করা হয়, কখনো এটা দেয়ার জন্য আর কখনোবা ঐটা দেয়ার জন্য। মোটকথা অত্যাচার ও নিপীড়নের এমন কোন পদ্ধতি যা আমাদের ঘরে পাওয়া যায় না।

স্ত্রীর গুরুত্ব এবং তার হকের ব্যাপারে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা নিঃসন্দেহে আমলের উপযুক্ত, যদি স্বামী এর আলোকে স্ত্রীর সাথে আচরণ করে তবে অনেক মন্দ কাজ আপনা আপনিই শেষ হয়ে যাবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে ৩টি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি।

স্ত্রীর হক সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী

(১) হযরত হাকীম বিন মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলেন: স্বামীর উপর স্ত্রীর কি হক রয়েছে? হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন সে খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন পোশাক পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাও, তার চেহারায় মেরো না, তাকে কুৎসিত বলো না এবং (যদি বুঝানোর জন্য) তার থেকে পৃথক থাকতেই হয়, তবে ঘরেই (পৃথকভাবে) থাকবে। **(ইবনে মাজাহ, ২/৪০৯, নম্বর- ১৮৫০)**

(২) ইরশাদ করেন: خَيْرُكُم خَيْرُكُم لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُم لِاَهْلِي অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৭৫, হাদীস নং- ৩৯২১)

(৩) ইরশাদ করেন: কোন মুমিন কোন মুমিনা স্ত্রীকে শত্রু মনে করো না, যদি তার কোন স্বভাব অপছন্দও হয় তবে অন্য স্বভাব তো পছন্দ হবে। **(মুসলিম, কিতাবুর রিযাআ, ৫৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৪৮)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: سُبْحٰنَ الله! কিরূপ উন্নত শিক্ষা, উদ্দেশ্য হলো যে, নির্দোষ স্ত্রী পাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং যদি স্ত্রীর মধ্যে দুই একটি মন্দ স্বভাব থেকেও থাকে তবে তা সহ্য করে নাও, কেননা তার কিছু গুণাবলীও তো রয়েছে। এখানে মিরকাত প্রণেতা (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বলেন: যে ব্যক্তি নির্দোষ সাথীর সন্ধানে থাকবে, সে দুনিয়ায় একাই থেকে যাবে, আমরা স্বয়ং নিজেরাই হাজারো মন্দ স্বভাবের বাহক, প্রত্যেক নিকটতম বন্ধুর মন্দ স্বভাব ক্ষমার চোখে দেখো, ভাল স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রাখো, তবে হ্যাঁ! সংশোধনের চেষ্টা করো, নির্দোষ তো হলেন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে এক দ্বীনি কাজ হলো "নেক আমল" পুস্তিকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বান্দার হকের গুরুত্ব বুঝার জন্য আসুন! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের অন্যদেরকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে নিজেও আমলদার হিসাবে

অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজের একটি দ্বীনি কাজ হলো “নেক আমল” পুস্তিকা পূর্ণ করাও রয়েছে। শায়খে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ ফিতনা যুগে নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাচার জন্য নিয়মা বলির উপর শামিল শরীয়ত তরিকতের সমষ্টি ৭২ টি নেক আমল প্রশ্নাকারে প্রদান করেছে। অতএব নিজের সংশোধনের জন্য নিজেও এ নেক আমলের উপর আমল করুন এবং একক চেষ্টায় অন্যদেরও নেক আমল করার উৎসাহিত করুন। নেক আমল অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাতের অগনিত উপকার সম্ভলিত, আর শয়তান এ বিষয়ে অত্যান্ত চেষ্টা করবে যে আপনি যেনো অটলতা থাকতে না পারেন, কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না এবং দয়া করে অন্য ইসলামী ভাইয়দেরকেও নেক আমল অনুযায়ী আমল করার উৎসাহ দিতে থাকুন, দুই একবার বলাল কারণে যদি কেউ আমল না করে তবে নিরাশ হবেন না। বরং বার বার বলতে থাকুন। বার বার পাঠকৃত বিষয় কানে কখনো কখনো অন্তরেও গেঁতেই যাবে। মনে রাখবেন যদি একজনও ইসলামী ভাই আপনার বোঝার দ্বারা আমল আরম্ভ করে দেয় তবে اِنْ شَآءَالله আপনার জন্য সাওয়াবে জারিয়া হয়ে যাবে।

আল মদীনা লাইব্রেরী

اَلْحَمْدُ لِله আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামী সুন্নাতের খিদমতের জন্য প্রায় ৮০ এর চেয়েও বেশি বিভাগ সমূহতে দ্বীনি কাজ করছে। সহজ ভাবে ইলমে দ্বীনের আলো ছড়ানো এবং লোকদেরকে ইসলামী শিক্ষা দ্বারা আলোকৃত করার জন্য একটি বিভাগ “আল মদীনা লাইব্রেরী” প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার মধ্যে অধ্যয়নের জন্য সুন্দর পরিবেশ, অডিও, ভিডিও বয়ান সমূহ মাদানী মুযাকা শুনা এবং মাদানী চ্যনেল

দেখার জন্য কম্পিটার ইত্যাদি সুযোগ দেয়া হয়। আল মদীনা লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সম্ভলিত শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, উলামায়ে আহলে সুন্নাত كَثَّرَهُمُ الله আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর কিতাবাদী ও পুস্তিকা সমূহ এবং ভি সি ডি, সি ডি ইত্যাদি রাখার মজলিসের পক্ষ থেকে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী রাখার উৎসাহ দেওয়া হয়। আমরাও এ সুযোগে উপকার গ্রহণ করতে গিয়ে ইলমে দ্বীনের বরকত দ্বারা ধন্য হতে পারবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বান্দার হক ক্ষমা করানোর পদ্ধতি

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “ইহইয়াউল উলুম” ৪র্থ খন্ডের ১১৫ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: মনে রাখবেন! গুনাহের কথা আলোচনা করা এবং অন্যকে এ সম্পর্কে অবহিত করা আরো একটি নতুন গুনাহ, যার জন্য আলাদা ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে! যার হক নষ্ট করেছে তার সামনে বর্ণনা করুন কিন্তু যদি সে ক্ষমা করতে রাজি না হয় তবে গুনাহ তার দায়িত্বে রয়ে যাবে, কেননা ক্ষমা না করা তার অধিকার। মনে রাখবেন! যার থেকে ক্ষমা চাওয়া হয় তার উচিৎ যে, ক্ষমা করে দেয়া, হাদীসে পাকে রয়েছে: যার নিকট তার ভাই ক্ষমা চাইতে আসে তবে তার উচিৎ যে, তার ভাইকে ক্ষমা করে দেয়া, যদিও সে মিথ্যাবাদী হোক বা সত্যবাদী। যে ক্ষমা করবে না, হাউজে কাওসারের নিকট আসতে পারবে না।

(মুসতাদরিক, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৫/২১৩, হাদীস নং-৭৩৪০)

তার (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনাকারীর) উচিৎ যে, তার সাথে নম্র আচরণ করা, তার কাজ কর্ম এবং প্রয়োজনাদীতে সাহায্য করা আর তার প্রতি ভালবাসা ও মমতা প্রকাশ করা, যাতে তার অন্তর তার দিকে ধাবিত হয়, কেননা (প্রসিদ্ধ প্রবাদ হলো) মানুষ দয়ার গোলাম।

যে ব্যক্তি মন্দ কাজের কারণে দূরত্ব হয়ে যায়, সে নেকীর মাধ্যমে আগ্রহী হয়ে যায়। তো যখন ভালবাসা ও মমতার আধিক্য হবে এবং এই কারণে তার অন্তর খুশি হবে তখন সে স্বয়ং ক্ষমা করে দিতে উদ্ধত হবে কিন্তু যদি সে এরপরও ক্ষমা না করে তবে হয়তো তার সাথে নম্রতা ও মমতাময় আচরণ এবং অপারগতা উপস্থাপন করা অপরাধীর সেই সকল নেকীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে, যার মাধ্যমে কিয়ামতের দিন তার অপরাধের প্রতিদান প্রদান করা হবে। যাইহোক, তার উচিৎ যে, ভালবাসা ও মমতার মাধ্যমে তাকে খুশি করার চেষ্টা তেমনিই করতে থাকুন, যেমনিভাবে তাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করেছেন, এমনকি এই কাজটি অপর কাজের সমান বা এর বেশী হয়ে যায়, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আদেশে প্রতিদানে তার এই আমল কবুল করে নেয়া হবে, যেমনটি কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় কারো সম্পদ নষ্ট করে দিলো অতঃপর সে এর ন্যায় আরো নিয়ে আসলো কিন্তু মালিক তা গ্রহণ করা বা ক্ষমা করে দিতে অস্বীকৃতি জানালো তখন বিচারক এই সম্পদ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত দিবে, যদিও সে তা গ্রহণ করুক বা না করুক। অনুরূপভাবে কিয়ামতের ময়দানে সবচেয়ে বড় বিচারক এবং সবচেয়ে বেশি ন্যায় বিচারক আল্লাহ পাক আদেশ জারি করবেন।

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "জান্নাতী জেওর" এর ১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: যদি কারো হক তোমাদের উপর থাকে এবং তোমরা তা কোন কারণে আদায় করতে পারছো না তবে যদি তা হক আদায় করার উপযুক্ত কোন জিনিস হয় যেমন; তোমার উপর কারো ঋণ রয়েছে তবে তা আদায় করার তিনটি ধাপ রয়েছে, হয়তো স্বয়ং হকদারকে তার হক দিয়ে দিবে অর্থাৎ যার থেকে ঋণ নিয়েছিলো তাকেই ঋণ পরিশোধ করে দিবে অথবা তার থেকে ঋণ ক্ষমা করিয়ে নিবে। যদি সেই

ব্যক্তি মারা যায় তবে তার ওয়ারিশকে তার হক অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে দিবে। যদি তা হক আদায় করার জিনিস না হয় বরং ক্ষমা করানোর উপযুক্ত হয় যেমন; কারো গীবত করেছে বা কারো প্রতি অপবাদ দিয়েছে তবে আবশ্যক যে, সেই ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া। আর যদি কোন কারণে হকদার থেকে তার হক ক্ষমা করাতে না পারে, আদায়ও করতে না পারে, যেমন; যার হক ছিলো সে মারা গেছে তবে তার জন্য সর্বদা মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকা এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা তবে আশা করা যায় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক হকদারকে অনেক বেশি প্রতিদান ও সাওয়াব দিয়ে এই বিষয়ে রাজি করে দিবেন যে, নিজের হক ক্ষমা করে দেয়ার। যদি তোমাদের কোন হক অন্যের উপর থাকে এবং সেই হক পাওয়ার কোন আশা থাকে তবে নম্রতার সহিত দাবি করতে থাকো। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায় তবে উত্তম হলো যে, তোমরা তোমাদের হক ক্ষমা করে দাও, اِنْ شَآءَ الله কিয়ামতের দিন এর পরিবর্তে অনেক বেশী প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জিত হবে।

(জান্নাতী জেওর, ১০৩, ১০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে কথা-বার্তা বলা সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করে নিয়: ✲ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, ✲ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন,

✵ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যত সম্ভব সতর্কতা করুন, ✵ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও 'আপনি' 'জনাব' করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন, আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে ✵ কথা বলার সময় পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়।

ঘোষণা

কথাবার্তার অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)